কবিতা

এবার ফিরাও মোরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধকারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।'

Scanned by CamScanner

যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার 'তখনি সে'
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় 'তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'

কবি, তবে উঠে এসো— যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা— সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।।

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।— কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও?
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল।— যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে— দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,

সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি— তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।।

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে— জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্ত-পদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়— গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ;
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,

Scanned by CamScanner

তাহারি অঞ্চলপ্রান্তে লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে শুধু জানি,
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তকে উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকন্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে। তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্তবেশে
উত্তরিব একদিন শান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্বদুঃখগ্লানি
সর্ব-অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।।

* * * * *

Scanned by CamScanner

MCQ প্রশ্নোত্তর

এবার ফিরাও মোরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির কবি কে?

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) নজরুল ইসলাম
(ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উঃ (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কোন কাব্যে আছে?

(ক) সোনার তরী
(খ) নৈবেদ্য
(গ) চিত্রা
(ঘ) গীতাঞ্জলি

উঃ (গ) চিত্রা

৩। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কবি কোথায় বসে রচনা করেন?

(ক) কলকাতা
(খ) শিলাইদহ
(গ) বিশ্বভারতী
(ঘ) রামপুর বোয়ালিয়া

উঃ (ঘ) রামপুর বোয়ালিয়া

৪। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির রচনাকাল—

(ক) ২৩ ফাল্গুন, ১২৯৮
(খ) ২৩ ফাল্গুন, ১৩০০
(গ) ৭ মে, ১৮৬১
(ঘ) ২২ শ্রাবণ, ১৯৪১

উঃ (খ) ২৩ ফাল্গুন, ১৩০০

৫। 'চিত্রা' কাব্যের প্রকাশকাল কত?

(ক) ১৮৯৩ খ্রিঃ
(খ) ১৮৯৪ খ্রিঃ
(গ) ১৮৯০ খ্রিঃ
(ঘ) ১৮৯৬ খ্রিঃ

উঃ (ঘ) ১৮৯৬ খ্রিঃ

৬। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় 'মোরে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(ক) কবি নিজেকে
(খ) সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে
(গ) ধনী অত্যাচারী মানুষদের
(ঘ) কবি পত্নীকে

উঃ (ক) কবি নিজেকে

Scanned by CamScanner

৭। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি কোথা থেকে কোথায় ফিরে আসার কথা বলেছেন?

(ক) শিলাইদহ থেকে কলকাতায় (খ) বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনে

(গ) বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(ঘ) কল্পনা ও সৌন্দর্যের মনোভূমি থেকে বাস্তব জগৎ ও মর্ত্য-মানবের মাঝে।

উঃ (ঘ) কল্পনা ও সৌন্দর্যের মনোভূমি থেকে বাস্তব জগৎ ও মর্ত্য-মানবের মাঝে।

৮। সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।— এই পংক্তিগুলি কোন কবিতায় আছে?

(ক) সোনার তরী (খ) চিত্রা

(গ) এবার ফিরাও মোরে (ঘ) বনলতা সেন

উঃ (গ) এবার ফিরাও মোরে

৯। সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।— এখানে 'তুই' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(ক) কবি নিজেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (খ) অলস ব্যক্তিকে

(গ) একজন বাঁশিওয়ালাকে (ঘ) পলাতক বালককে

উঃ (ক) কবি নিজেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

১০। 'সারাদিন বাজাইলি বাঁশি'— এই লাইনটি কোথায় আছে?

(ক) বাবরের প্রার্থনা (খ) বনলতা সেন

(গ) এবার ফিরাও মোরে (ঘ) বাঁশিওয়ালা

উঃ (গ) এবার ফিরাও মোরে

১১। ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা।— এই পংক্তিদ্বয় কার লেখা?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) জীবনানন্দ দাশ

(গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উঃ (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Scanned by CamScanner

১২। ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু ________
বেদনার করুণ কাহিনী। — শূন্যস্থানে কী হবে?
(ক) তোমার আমার (খ) মানুষের
(গ) শত শতাব্দীর (ঘ) একটি রমণীর

উঃ (গ) শত শতাব্দীর

১৩। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা— এই পংক্তিদ্বয় কোন কবিতার অংশ?
(ক) এবার ফিরাও মোরে (খ) চিত্রা
(গ) ওরা কাজ করে (ঘ) দুই বিঘা জমি

উঃ (ক) এবার ফিরাও মোরে

১৪। যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,— এর পরের লাইন কী?
(ক) বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
(খ) দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে।
(গ) যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
(ঘ) সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।

উঃ (গ) যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

১৫। চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
এর উপরের লাইনটি কী?
(ক) মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
(খ) সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু আঁখি,
(গ) তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান,
(ঘ) অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,

উঃ (ঘ) অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,

১৬। এই দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
এই অংশটি কোন কবিতায় আছে?
(ক) স্বর্গ হতে বিদায় (খ) এবার ফিরাও মোরে
(গ) চিত্রা (ঘ) বলাকা

উঃ (খ) এবার ফিরাও মোরে

Scanned by CamScanner

১৭। এবার ফিরাও মোরে, ________
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী।
শূন্যস্থান পূর্ণ করো সঠিকটি দিয়ে।
(ক) নিয়ে যাও স্বর্গের দ্বারে
(খ) নিয়ে যাও মর্ত্যধূলির পরে
(গ) লয়ে যাও সংসারের তীরে
(ঘ) লয়ে যাও অমৃত সন্ধানে

উঃ (গ) লয়ে যাও সংসারের তীরে

১৮। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায়ই অনুশোচনা করেছেন, মর্ত্যমানুষের নিত্যকালের বাস্তব ছবি তুলে না ধরে কল্পনা জগতের অবাস্তব ছবি এর পূর্বের কাব্য-কবিতায় তুলে ধরেছেন বলে। অর্থাৎ কল্পনার জগৎ নিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন বলেই তাঁর এ আক্ষেপ, অনুশোচনা। কারণ বাস্তব জগতে কত অসহায় নর-নারী নিত্য পীড়িত হচ্ছে নানাভাবে— তাদের কথা এতদিন তাঁর লেখনিতে স্থান পায় নি।
প্রশ্ন হল মাইকেল মধুসূদন দত্তও একটা কবিতায় মাতৃভাষা ব্যতিত ভিন্ন ভাষায় কাব্যচর্চার অনুশোচনা করেছিলেন, সেই কবিতাটির নাম কি?
(ক) কপোতাক্ষ নদ
(খ) যশের মন্দির
(গ) বীরাঙ্গনা কাব্য
(ঘ) বঙ্গভাষা

উঃ (ঘ) বঙ্গভাষা

১৯। বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
এর পরের লাইনটি কী?
(ক) বৃহৎ জগৎ হতে, সে গেছে হেলিয়া দুলিয়া।
(খ) পারিবে কি বাঁচিতে, সে এ পৃথিবী 'পরে।
(গ) বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
(ঘ) বৃহৎ জগতে সে আসিছে ফুলিয়া ফাঁপিয়া।

উঃ (গ) বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।

২০। বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা— সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
এই লাইন দুটি কার লেখা?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) জীবনানন্দ দাশ
(গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

উঃ (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Scanned by CamScanner

২১। বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, ________
এই লাইনটির পরের অংশটুকু হল—
(ক) সম্মুখেতে বড়ো অন্ধকার (খ) সহিতে হবে সব মান-অপমান
(গ) সম্মুখেতে কষ্টের সংসার (ঘ) বড়োই দরিদ্র, শূন্য

উঃ (গ) সম্মুখেতে কষ্টের সংসার

২২। সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস সঙ্গীহীন রাত্রিদিন;
এই অংশটির বক্তা কে?
(ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উঃ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার প্রথম লাইন হল
(ক) মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
(খ) কবি তবে উঠে এসো — যদি থাকে প্রাণ
(গ) এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
(ঘ) সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত

উঃ (ঘ) সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত

২৪। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার শেষ চরণ হল—
(ক) তখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
(খ) সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
(গ) অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
(ঘ) তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেম তৃষা

উঃ (ঘ) তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেম তৃষা

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হল—
(ক) ২৫ বৈশাখ, ১৯৬১ সালে (খ) ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ সালে
(গ) ২৫ বৈশাখ, ১২৬১ সালে (ঘ) ২৫ বৈশাখ, ১২৪১ সালে

উঃ (খ) ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ সালে

২৬। রবীন্দ্রনাথের জন্ম কোন্ সনরে?
(ক) ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিঃ (খ) ৯ মে, ১৮৬৮ খ্রিঃ
(গ) ৭ মে, ১৯৪১ খ্রিঃ (ঘ) ৭ মে, ১৮৬২ খ্রিঃ

উঃ (ক) ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিঃ

Scanned by CamScanner

২৭। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসাল হল—
(ক) ২২ শ্রাবণ, ১৩৪০ সাল
(খ) ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল
(গ) ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ সাল
(ঘ) ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮ সাল

উঃ (খ) ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছিল
(ক) ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিঃ
(খ) ৭ মে, ১৯৪০ খ্রিঃ
(গ) ৭ মে, ১৯৪১ খ্রিঃ
(ঘ) ৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিঃ

উঃ (ঘ) ৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিঃ

২৯। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি মূলত কাদের কথা বলেছেন?
(ক) দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা, যারা অত্যাচারিত, শোষিত উচ্চবৃত্ত ধনী ও জমিদার শ্রেণির শাসকদের দ্বারা।
(খ) সমস্ত শ্রেণির মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ-কোলাহলের কথা।
(গ) পদ্মার দু'পারের সৌন্দর্যের কথা।
(ঘ) সমাজ জীবনের মানুষের নিত্য আনন্দ-উৎসব কোলাহলের কথা।

উঃ (ক) দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা, যারা অত্যাচারিত, শোষিত উচ্চবৃত্ত ধনী ও জমিদার শ্রেণির শাসকদের দ্বারা।

৩০। 'সারাদিন বাজাইলি বাঁশি'— এখানে 'বাঁশি' বলতে কোন্ বাঁশিকে বলতে চেয়েছেন কবি?
(ক) বাঁশের বাঁশি
(খ) কাব্য-কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে কল্পনা ও অলীক জগতের কথা
(গ) বিভিন্ন রাগ-রাগিনীযুক্ত গানের কথা
(ঘ) বিয়ে বাড়ি বাজানোর বাঁশি

উঃ (খ) কাব্য-কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে কল্পনা ও অলীক জগতের কথা

৩১। নিচের পংক্তিগুলি কবিতানুসারে পর পর সাজালে কোনটি সঠিক হবে লিখ।
(ক) চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
(খ) সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
(গ) অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
(ঘ) একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
(ক) ক খ গ ঘ
(খ) গ ঘ ক খ
(গ) গ খ ক ঘ
(ঘ) গ ক খ ঘ

উঃ (ঘ) গ ক খ ঘ

Scanned by CamScanner

৩২। রচনাকালের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য হল—
(ক) বনফুল (খ) চিত্রা
(গ) বলাকা (ঘ) জন্মদিনে
উঃ (ক) বনফুল

৩৩। কাব্যাকারে প্রকাশিত হওয়ার দিক থেকে প্রথম কাব্যটি হল—
(ক) কবি ও কাহিনী (খ) খেয়া
(গ) বনফুল (ঘ) সন্ধ্যাসঙ্গীত
উঃ (ক) কবি ও কাহিনী

৩৪। 'চিত্রা' কাব্যের প্রকাশকাল হল—
(ক) ১৮৯৬ খ্রিঃ (খ) ১৮৯৭ খ্রিঃ
(গ) ১৮৯৮ খ্রিঃ (ঘ) ১৮৯৯ খ্রিঃ
উঃ (ক) ১৮৯৬ খ্রিঃ

৩৫। রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি রচনা করেন কোন বন্ধুর বাড়িতে বসে—
(ক) লোকেন পালিত (খ) চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
উঃ (ক) লোকেন পালিত

৩৬। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ যে স্থানটিতে লিখেছেন সেটি হল—
(ক) রাজশাহী অঞ্চলের রামপুরের বোয়ালিয়র (খ) পাবনা জেলার কুমারগঞ্জ
(গ) যশোহর জেলার রাধাগঞ্জ (ঘ) শিলাইদহ
উঃ (ক) রাজশাহী অঞ্চলের রামপুরের বোয়ালিয়র

৩৭। 'চিত্রা' পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থে কবি যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেটি হল—
(ক) কল্পনাধর্মীতা (খ) বাস্তবধর্মীতা
(গ) সৌন্দর্য (ঘ) আবেগ
উঃ (ক) কল্পনাধর্মীতা

৩৮। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে কবি যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেটি হল—
(ক) কল্পনাধর্মীতা (খ) বাস্তবধর্মীতা
(গ) আবেগ (ঘ) প্রহসন
উঃ (খ) বাস্তবধর্মীতা

৩৯। বাস্তব মানুষের জীবন চর্চা যে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে সেটি হল—
(ক) চিত্রা (খ) বলাকা

Scanned by CamScanner

(গ) সোনার তরী　　(ঘ) খেয়া

উঃ (ক) চিত্রা

৪০। কবি যে বাস্তবের দিকে চোখ খুলে দেন তার পেছনে মূল কারণ হল

(ক) জমিদারী পরিদর্শন　　(খ) তীর্থ দর্শন

(গ) নগর দর্শন　　(ঘ) প্রকৃতি দর্শন

উঃ (ক) জমিদারী পরিদর্শন

৪১। যাদের দেখে কবি মর্মাহত হয়েছেন তাঁরা হলেন—

(ক) সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ　　(খ) শহুরে শিক্ষিত মানুষ

(গ) বনদপ্তরের লোকজন　　(ঘ) কয়লাখনির শ্রমিক

উঃ (ক) সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ

৪২। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী দেখাশোনা করতে যে নদী বেয়ে চলেছিলেন সেটি হল—

(ক) পদ্মা　　(খ) গঙ্গা

(গ) যমুনা　　(ঘ) মেঘনা

উঃ (ক) পদ্মা

৪৩। 'পলাতক বালক' এর সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে—

(ক) স্বয়ং কবির　　(খ) সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ

(গ) শহুরে শিক্ষিত মানুষের　　(ঘ) অফিসের ফাঁকিবাজ কর্মচারীদের

উঃ (ক) স্বয়ং কবির

৪৪। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে যে জীবনের জয়গানের মুখরিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি হল—

(ক) সীমাবদ্ধ জীবন　　(খ) ক্ষুদ্র জীবন

(গ) বৃহৎ জীবন　　(ঘ) কোনটিই নয়

উঃ (গ) বৃহৎ জীবন

৪৫। ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকারে যাঁরা দিন কাটাচ্ছে তারা হল—

(ক) দরিদ্র মানুষ　　(খ) শিক্ষিত মানুষ

(গ) শিক্ষিত চাকুরে মানুষ　　(ঘ) সাফাইকর্মী

উঃ (ক) দরিদ্র মানুষ

৪৬। যে মানুষদের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকতে পারেন না তারা হলেন—

(ক) ধুলিমলিন মানুষ　　(খ) শিক্ষিত মানুষ

Scanned by CamScanner

(গ) আদিম (ঘ) সিনেমার জগতের মানুষ

উঃ (ক) ধুলিমলিন মানুষ

৪৭। কে কল্পনার কুঞ্জ থেকে ফিরে এসেছেন কর্মচঞ্চল মানুষের কাছে—

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) লোকেন পালিত

(গ) অজিত বাবু (ঘ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উঃ (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮। কবি কার সঙ্গে রঙ্গময়ীর তুলনা করেছেন—

(ক) কল্পনা বিলাসিতা (খ) আদর্শপ্রিয়তা

(গ) বাস্তববোধ (ঘ) হিংসাপ্রবণ

উঃ (ক) কল্পনা বিলাসিতা

৪৯। সুখ-দুঃখের মধ্যেও একটা সত্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন যে কবিতায়—

(ক) এবার ফিরাও মোরে (খ) বসুন্ধরা

(গ) দুই বিঘা জমি (ঘ) সোনার তরী

উঃ (ক) এবার ফিরাও মোরে

৫০। কবি কাদের উচ্চশিখরে দাঁড়াতে বলেছেন—

(ক) সাধারণ মানুষদের (খ) জমিদারদের

(গ) শহরে শিক্ষিত মানুষদের (ঘ) পর্বতারোহীদের

উঃ (ক) সাধারণ মানুষদের

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মর্ত্য মানুষদের কাছে এসে হাজির হলেন যে কবিতায় সেটি হল—

(ক) এবার ফিরাও মোরে (খ) বসুন্ধরা

(গ) চিত্রা (ঘ) দুই বিঘা জমি

উঃ (ক) এবার ফিরাও মোরে

৫২। কবি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে বাস্তব জীবন মুখর বলতে বুঝিয়েছেন—

(ক) অসত্য ও সুন্দরকে (খ) সত্য ও সুন্দরকে

(গ) কল্পনা ও অতীতকে (ঘ) বিলাসবহুল জীবনকে

উঃ (খ) সত্য ও সুন্দরকে

৫৩। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে যে বাণী শুনতে পাই সেটি হল—

(ক) বিশ্বমানবতার বাণী (খ) বিশ্বদেবতার বাণী

(গ) বিশ্বজননীর বাণী (ঘ) কল্পনাসুন্দরীর রানী

Scanned by CamScanner

উঃ (ক) বিশ্বমানবতার বাণী

৫৪। কঠোর বাস্তব জীবন এবং সত্যের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় 'চিত্রা' কাব্যের কোন কবিতায়—

(ক) এবার ফিরাও মোরে (খ) ত্রাণ

(গ) খেয়া (ঘ) চিত্রা

উঃ (ক) এবার ফিরাও মোরে

৫৫। কবির ভাষায় যে সুখ সর্বসুখ সেটি হল—

(ক) ব্যক্তিগত সুখ (খ) সমষ্টিগত সুখ

(গ) জাগতিক সুখ (ঘ) ধর্মগত সুখ

উঃ (খ) সমষ্টিগত সুখ

৫৬। আত্মস্বার্থ লাভে যে সুখটি আসে তা হল—

(ক) সাময়িক সুখ (খ) চিরকালীন সুখ

(গ) মহাসুখ (ঘ) উদার সুখ

উঃ (ক) সাময়িক সুখ

৫৭। কবি রবীন্দ্রনাথ বিপুল জনতার মাঝে মিশে গেলেন চিত্রা কাব্যের কোন কবিতায়?

(ক) এবার ফিরাও মোরে (খ) চিত্রা

(গ) বসুন্ধরা (ঘ)

উঃ (ক) এবার ফিরাও মোরে

৫৮। 'বাঁশী' শব্দটিকে কবি কার সঙ্গে তুলনা করেছেন—

(ক) কল্পনার (খ) বাস্তব

(গ) জীবনভাবনা (ঘ)

উঃ (ক) কল্পনার

৫৯। 'চিত্রা' কাব্যের পূর্বের কাব্যগুলিতে মর্ত্যের ছবি না এঁকে কবি

(ক) খুশি হয়েছেন (খ) আপশোষ করেছেন

(গ) অর্থদণ্ড দিয়েছেন (ঘ) কোনটিই নয়

উঃ (খ) আপশোষ করেছেন

৬০। সংঘবদ্ধ সংঘাতে কী সত্যের জয় হয়?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

(গ) আংশিক সত্য (ঘ) আংশিক মিথ্যা

উঃ (ক) হ্যাঁ

Scanned by CamScanner

৬১। 'চিত্রা' পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থটির নাম হল—
(ক) ছবি ও গান (খ) কড়ি ও কোমল
(গ) সোনার তরী (ঘ) পুনশ্চ

উঃ (গ) সোনার তরী

৬২। 'আগুন' লেগেছে মানে—
(ক) সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা (খ) শহরের শিক্ষিত মানুষের চালচলন
(গ) জমিদার মানুষদের অবস্থা (ঘ) মজুতদারদের জন্য যে বাজার আগুন হয়।

উঃ (ক) সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা।

৬৩। মানুষের ধর্ম হল—
(ক) কাজকর্ম (খ) ঘুরে বেড়ানো
(গ) গান গাওয়া (ঘ) মারামারি করা

উঃ (ক) কাজকর্ম

৬৪। সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে বহুকাল কে বাস করেছেন—
(ক) কবি স্বয়ং (খ) সাধারণ মানুষ
(গ) লোকেন পালিত (ঘ) শঙ্খ ঘোষ

উঃ (ক) কবি স্বয়ং

৬৫। দেবতা কাদের প্রতি বিমুখ হয়ে আছেন—
(ক) সাধারণ মানুষদের (খ) শিক্ষিত মানুষদের
(গ) জমিদার মানুষদের (ঘ) মজুতদারদের

উঃ (ক) সাধারণ মানুষদের

৬৬। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস্তব সংসার জীবনের মানুষদের নিয়ে যে কাব্য কবিতার চর্চার উপকরণ হিসেবে যাকে প্রতীকায়িত করেছেন সেটি হল—
(ক) শঙ্খ (খ) আগুন
(গ) ত্রিশূল (ঘ) ডমরু

উঃ (ক) শঙ্খ

৬৭। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
(ক) গ্রামগঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষ (খ) শহরের মানুষ
(গ) জমিদার মানুষ (ঘ) বোবা মানুষ

উঃ (ক) গ্রামগঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষ

Scanned by CamScanner

৬৮। এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও ________ তীরে।
(ক) সমুদ্রের
(খ) সংসারের
(গ) নদী
(ঘ) গঙ্গার

উঃ (খ) সংসারের

৬৯। এইসব মূঢ় ম্লান ________ মুখে দিতে হবে ভাষা।
(ক) মূক
(খ) বোকা
(গ) ভোঁতা
(ঘ) পাণ্ডুর

উঃ (ক) মূক

৭০। এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন ________ ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।
(ক) মুখে
(খ) বুকে
(গ) পিঠে
(ঘ) হৃদয়ে

উঃ (খ) বুকে

৭১। মুহূর্তে তুলিয়া ________ একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
(ক) মাথা
(খ) শির
(গ) হাত
(ঘ) পিঠ

উঃ (খ) শির

৭২। যার ভয়ে তুমি ________ সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।
(ক) ভীত
(খ) সন্ত্রস্ত
(গ) অবহেলিত
(ঘ) মলিন

উঃ (ক) ভীত

৭৩। ________ যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
(ক) আত্মমগ্ন
(খ) স্বার্থমগ্ন
(গ) পরমগ্ন
(ঘ) ভোগমগ্ন

উঃ (খ) স্বার্থমগ্ন

৭৪। অন্ন চাই, ________ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।
(ক) প্রাণ
(খ) জীবন
(গ) মরণ
(ঘ) কাপড়

উঃ (ক) প্রাণ

Scanned by CamScanner